গঠনতন্ত্র
জাতীয় ভিত্তিক পার্টি : বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি

১. নাম :
এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দল বা পার্টি। এর নাম হবে "বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি"। ইংরেজিতে : BANGLADESH WELFARE PARTY। সংক্ষেপে বাংলায় কল্যাণ পার্টি ও ইংরেজীতে WELFARE PARTY বলে অভিহিত করা হবে।

২. পার্টির কার্যালয় সমূহ :
ক. পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় তথা কেন্দ্রীয় সদর দপ্তর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত হবে।
খ. পার্টির চেয়ারম্যান পার্টির গঠনতান্ত্রিক প্রধান বা সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব এবং সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাহী প্রধান হিসেবে পার্টিতে বিবেচিত হবেন।
গ. পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্বে থাকবে। তারা এ কাজে অন্যান্য রাজনৈতিক সহকর্মীদের সাহায্য বা সহযোগিতা নিতে পারবেন, বা অন্যান্য রাজনৈতিক সহকর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দিতে পারবেন।
ঘ. কার্যালয়ের পদাধিকারীদের পদ-পদবী এবং দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা চেয়ারম্যান নিজে বণ্টন করবেন। জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান সেক্রেটারী জেনারেলের মতামতকে গুরুত্ব দেবেন।

৩. পার্টির মূলনীতি, লক্ষ ও উদ্দেশ্য :
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির লক্ষ ও উদ্দেশ্য পার্টির ঘোষণাপত্রে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত রয়েছে। এতদসত্ত্বেও সংক্ষেপে পার্টির পাঁচটি মূলনীতি প্রদত্ত হলো:
ক. জাতীয়তাবাদী চেতনা শক্তিশালী করা। (সংক্ষেপে জাতীয়তাবাদ)
খ. গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করা। (সংক্ষেপে গণতন্ত্র)
গ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। (সংক্ষেপে অর্থনৈতিক উন্নয়ন)
ঘ. কল্যাণ রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করা। (সংক্ষেপে কল্যাণ রাষ্ট্র)
ঙ. মানবতাবাদ লালন করা। (সংক্ষেপে মানবতাবাদ)

৪. পার্টির পতাকা :
ক. পার্টির পতাকা হবে সবুজ এবং লাল রংয়ের। সবুজ অংশ হচ্ছে দেশের শান্তি, উন্নতি ও অগ্রগতির প্রতীক। লাল হচ্ছে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রতীক।
খ. পতাকা যে মাপেরই হোক, সব সময় পাশ বা উচ্চতায় যতটুক হবে দৈর্ঘে তার দ্বিগুন হবে। পতাকার অর্ধেক হবে লাল বাকি অর্ধেক হবে সবুজ। সবুজ অংশ হবে বাম দিকে বা গোড়ার দিকে।
গ. লাল অংশের কেন্দ্রে বাংলায় সাদা রং-এ 'বা' অক্ষরটি থাকবে। 'বা' অক্ষরটি বাংলাদেশের এবং মাতৃভাষার প্রতীক। এই অক্ষরটিকে ঘিরে বৃত্তাকারে সমদূরত্বে পাঁচটি সাদা তারকা খচিত থাকবে। এই পাঁচটি তারকা পার্টির পাঁচটি মূলনীতির প্রতীক।
ঘ. পার্টির সকল কার্যালয়ে বা যে কোনো অনুষ্ঠানে, সর্বদা বা আনুষ্ঠানিকভাবে উড়ানোর জন্য পতাকার সাইজ হবে ২ (দুই) ফুট বাই ৪ (চার) ফুট।

৫. প্রাথমিক সদস্যপদের যোগ্যতা ও নিয়ম :
ক. আঠারো বৎসর বা তদোর্ধ বয়সের যে কোনো বাংলাদেশী নাগরিক পার্টির প্রাথমিক সদস্য হতে পারবে। তবে আগ্রহীদের পার্টির ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য থাকতে হবে।
খ. প্রাথমিক সদস্য হবার জন্য, আগ্রহীগণকে এই গঠনতন্ত্রের তপশীল-১ এ প্রদত্ত 'ক' ফরমে আবেদন করতে হবে। এই ফরম পার্টির সকল কার্যালয়ে পাওয়া যাবে। নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ ছাড়া সদস্যপদের আবেদন গৃহীত হবেনা।
গ. আবেদনপত্র গৃহীত হলে, সদস্যপদের প্রমাণ স্বরূপ তপশীল-১ এর প্রদত্ত 'খ' ফরম মোতাবেক পরিচয়পত্র প্রত্যেক সদস্যকে দেয়া হবে।

ঘ. পার্টির প্রাথমিক-সদস্য চাঁদা তথা প্রথম বছরের জন্য ২০ (কুড়ি) টাকা মাত্র। সদস্য পদ লাভের পরবর্তী বছর থেকে সদস্য নবায়ন চাঁদা বাৎসরিক ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র। সকল প্রকার চাঁদা রশিদ মারফত গৃহীত হবে এবং পার্টি রশিদ সরবরাহ করবে।
ঙ. পার্টির সকল পর্যায়ের শাখায় ঐ শাখার প্রাথমিক সদস্যদের তালিকা সংরক্ষিত থাকবে। কেন্দ্রীয় দপ্তরে পার্টির সর্বমোট সদস্য সংখ্যা, নাম ও ঠিকানা বিধিসম্মতভাবে সংরক্ষণ করা হবে।

৬. সদস্যপদের অযোগ্যতা :
ক. বাংলাদেশের আইনানুগ নাগরিক নন এমন কোনো ব্যক্তি পার্টির সদস্যপদ লাভের যোগ্য হবেন না।
খ. বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখ ন্ডতার বিরোধী, সশস্ত্র রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং সমাজ ও গণতন্ত্রবিরোধী কোনো ব্যক্তিকে পার্টির সদস্য করা হবে না।
গ. পার্টির প্রাথমিক সদস্য না হলে কেহই পার্টির জাতীয় কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, কিংবা যে কোন পর্যায়ের কমিটির সদস্য হতে পারবেনা।
ঘ. ফৌজদারী বিধিতে দ ন্ডিত ব্যক্তি, ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৮ এর বলে দ ন্ডিত ব্যক্তি ও আদালত কর্তৃক দেওলিয়া ঘোষিত ব্যক্তি বা চিকিৎসক কর্তৃক উন্মাদ বা মানসিকভাবে অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত ব্যক্তি সদস্যপদ লাভের যোগ্য হবেন না।
ঙ. সাধারণভাবে সমাজে উন্মাদ বা উশৃঙ্খল বা দুর্নীতিপরায়ণ বা কুখ্যাত বলে পরিচিত ব্যক্তিও সদস্যপদ লাভের যোগ্য হবেন না।
চ. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রত্যক্ষ বিরোধীতাকারী এবং ঐ সময়ে যুদ্ধাপরাধের মত কর্মে লিপ্ত ব্যক্তি সদস্যপদ লাভের যোগ্য হবেন না।
ছ. কোন সময় কোন আবেদনকারীকে সদস্যপদ প্রদান করা বা না করা প্রসঙ্গে কোন প্রকার সন্দেহ বা বিতর্ক সৃষ্টি হলে এই ব্যপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের এখতিয়ার পার্টির চেয়ারম্যানের।

৭. সদস্যের বির ন্দ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা :
ক. পার্টির চেয়ারম্যান অথবা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, পার্টির যে কোনো সদস্যের অসদাচরণের কারণে কিংবা শৃংখলা ভংগের কারণে ঐ সদস্যের পদ প্রত্যাহার কিংবা সাময়িকভাবে সদস্যপদ স্থগিত কিংবা তার বির ন্দ্ধে অন্য যে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।
খ. কোনো প্রকারের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে সংশিণ্টষ্ট সদস্যকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে। অর্থাৎ তার আচরণ ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিয়ে একটি নোটিশ রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকে বা হাতে হাতে তার উপর জারী করতে হবে।

৮. সাংগঠনিক কাঠামো ও সাংগঠনিক এলাকা :
ক. গ্রাম বা ওয়ার্ড কমিটি (ইউনিয়নের ওয়ার্ড বা পৌরসভা ওয়ার্ড বা মহানগরের ওয়ার্ড)।
খ. ইউনিয়ন কমিটি।
গ. থানা বা উপজেলা / পৌরসভা / মহানগর থানা কমিটি।
ঘ. সাংগঠনিক জেলা কমিটি।
ঙ. মহানগর কমিটি।
চ. জাতীয় কাউন্সিল।
ছ. জাতীয় স্থায়ী কমিটি।
জ. কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি।
ঝ. পার্লামেন্টারী বোর্ড।
ঞ. পার্লামেন্টারী পার্টি।
ট. উপদেষ্টা কমিটি
ঠ. দ্রষ্টব্য :
(১) সাংগঠনিক জেলার চিহ্ন বা সীমা এবং সংখ্যা কেন্দ্র থেকে নির্ণয় করে দেয়া হবে এবং পরিবর্তন যোগ্য।
(২) পার্টির প্রতিটি স্তরের কমিটি স্ব-স্ব সাংগঠনিক এলাকায় নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করবেন।
(৩) সাংগঠনিক এলাকাগুলো বাংলাদেশের বিদ্যমান প্রশাসনিক এলাকার সঙ্গে সমার্থক হতেও পারে নাও হতে পারে। যদি প্রশাসনিক এলাকা এবং সাংগঠনিক এলাকার মধ্যে তারতম্য থাকে তাহলে সেটা সুস্পষ্ট আকারে লিখিতভাবে প্রচারিত থাকতে হবে।

৯. বাধ্যতামূলক মহিলা সদস্য :

ক. সকল স্তরের কমিটিতে বাধ্যতামূলকভাবে নির্দিষ্ট অনুপাতের মহিলা সদস্য অবশ্যই থাকবে। ঐ অনুপাতের বেশি হলে আপত্তি নেই, কিন্তু কম হলে নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়ে সাময়িক অনুমোদন দেওয়া হবে এবং মহিলা সদস্য সংখ্যা পুরা হলেই স্থায়ী অনুমোদন দেওয়া হবে।

খ. মহিলা সদস্যের বাধ্যতামূলক অনুপাত নিম্নরূপ হবে:

(১) গ্রাম ও ওয়ার্ড কমিটির ১৫ ভাগের ১ ভাগ।
(২) ইউনিয়ন কমিটির ১৩ ভাগের ১ ভাগ।
(৩) থানা বা উপজেলা / পৌরসভা /মহানগর থানা কমিটির ১১ ভাগের ১ ভাগ।
(৪) সাংগঠনিক জেলা কমিটির ১১ ভাগের ১ ভাগ।
(৫) মহানগর কমিটির ১১ ভাগের ১ ভাগ।
(৬) জাতীয় কাউন্সিলের ১১ ভাগের ১ ভাগ।

১০. বিভিন্ন স্তরের কার্যকরী কমিটি গঠন প্রণালী :

ক. গ্রাম ও ওয়ার্ড কার্যকরী কমিটি :

ন্যূনতম ৩১ জন প্রাথমিক সদস্য থাকলেই মাত্র গ্রাম ও ওয়ার্ড কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে। দুই বছর মেয়াদের জন্য সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি, তিনজন সহ-সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, দুইজন যুগ্ম সম্পাদক, একজন সাংগঠনিক সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন প্রচার সম্পাদক ও একজন দপ্তর সম্পাদক সমন্বয়ে ন্যূনতম ১৫ এবং অনধিক ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে। গ্রাম ও ওয়ার্ড কার্যকরী কমিটিকে অনুমোদন দেবে ইউনিয়ন কার্যকরী কমিটি।

খ. ইউনিয়ন কার্যকরী কমিটি :

ইউনিয়নভুক্ত গ্রাম বা ওয়ার্ড কমিটির সমন্বয়ে ইউনিয়ন কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে। প্রাথমিক সদস্যদের মধ্য হতে, দুই বছর মেয়াদের জন্য গ্রাম বা ওয়ার্ড কার্যকরী কমিটির অনুরূপ সাংগঠনিক পদধারীসহ ন্যূনতম ১৯ বা অনধিক ৩১ সদস্য বিশিষ্ট ইউনিয়ন কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে। ইউনিয়ন কার্যকরী কমিটিকে অনুমোদন দিবেন থানা বা উপজেলা কমিটি।

গ. থানা বা উপজেলা / পৌরসভা / মহানগর ওয়ার্ড কার্যকরী কমিটি :

অধীনস্ত ইউনিয়ন বা ওয়ার্ড (যথা প্রযোজ্য) কার্যকরী কমিটিগুলোর সদস্যদের মধ্য থেকে পার্টির থানা বা উপজেলা / পৌরসভা / মহানগর ওয়ার্ড কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে। দুই বছর মেয়াদের জন্য ১ জন সভাপতি, ৩ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক, ৩ জন যুগ্ম সম্পাদক, ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ১ জন প্রচার সম্পাদক, ১ জন দপ্তর সম্পাদক সমন্বয়ে ন্যূনতম ৩৯ বা অনধিক ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটিকে অনুমোদন দিবেন জেলা/পৌরসভা/মহানগর কমিটি।

ঘ. সাংগঠনিক জেলা কার্যকরী কমিটি :

জেলাভুক্ত প্রতিটি থানা বা উপজেলা ও পৌরসভা কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে। দুই বছর মেয়াদের জন্য কমিটিতে ১ জন সভাপতি, ৫ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক, ৩ জন যুগ্ম সম্পাদক, ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ১ জন প্রচার সম্পাদক, ১ জন দপ্তর সম্পাদক সমন্বয়ে ন্যূনতম ৫১ বা অনধিক ৭১ সদস্য বিশিষ্ট জেলা কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে। চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রমে সেক্রেটারী জেনারেল জেলা কমিটি অনুমোদন দেবেন।

ঙ. মহানগর থানা কার্যকরী কমিটি:

মহানগরের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি ওয়ার্ড কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দের মধ্য থেকে মহানগর থানা কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে। দুই বছর মেয়াদের জন্য কমিটিতে ১ সভাপতি, অনধিক ৫ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক, ৩ জন যুগ্ম সম্পাদক, ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষসহ ১ জন প্রচার সম্পাদক, ১ জন দপ্তর সম্পাদক সমন্বয়ে ন্যূনতম ৩৯ বা অনধিক ৫১ সদস্যবিশিষ্ট মহানগর থাকা কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে। তবে প্রয়োজনবোধে বিষয় ভিত্তিক সম্পাদকের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রমে সেক্রেটারী জেনারেল মহানগর কমিটি অনুমোদন করবেন।

চ. মহানগর কার্যকরী কমিটি :

ঢাকা, চট্রগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল মহানগরগুলো ভৌগলিক আকার ও জনংখ্যায় সমান নয়। তাই, মহানগর কার্যকর কমিটিগুলোর আকার সামান্য কম-বেশি হতে পারে। নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ হবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলন, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল (ভবিষ্যতে নতুন কোনো মহানগর হলে সেগুলোসহ) মহানগরগুলোতে মহানগরভুক্ত থানা কার্যকরী কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে দুই বছর মেয়াদের জন্য মহানগর কমিটি গঠিত হবে। ১ জন সভাপতি, ন্যূনতম ৫ জন অনধিক ১১ জন সহ-সভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক, ন্যূনতম ৫ জন অনধিক ১১ জন যুগ্ম সম্পাদক, ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ, ১ জন প্রচার সম্পাদক, ১ জন দপ্তর সম্পাদক সমন্বয়ে ন্যূনতম ৫১ বা অনধিক ১২১ সদস্য বিশিষ্ট মহানগর কার্যকরী কমিটি

গঠিত হবে। তবে প্রয়োজনবোধে বিষয় ভিত্তিক সম্পাদকের সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে। যেমন- স্বাস্থ্য, খাদ্য ও কৃষি, মুক্তিযোদ্ধা ও সমবায়, যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, মহিলা ও শিশু, মৎস্য ও পশু, তথ্য ও প্রকাশনা প্রভৃতি। চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রমে সেক্রেটারী জেনারেল মহানগর কমিটি অনুমোদন করবেন।

১১. জাতীয় কাউন্সিল :

জাতীয় কাউন্সিল নামে পার্টির একটি জাতীয় কাউন্সিল থাকবে, যার গঠন প্রণালী নিম্নরূপ হবে:

ক. সকল থানা বা উপজেলা / পৌরসভা / সাংগঠনিক জেলা, মহানগর থানা ও মহানগর কার্যকরী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ।

খ. প্রত্যেক সাংগঠনিক জেলা ও মহানগর কমিটি থেকে নির্বাচিত দুই জন মহিলা প্রতিনিধি জাতীয় কাউন্সিলের কাউন্সিলর হবেন।

গ. চেয়ারম্যানের নিজস্ব সংরক্ষিত কোটা: উপরের দুই ক্যাটাগরিতে যতজন সদস্য হবেন তার অনধিক শতকরা ১০ ভাগ একমাত্র চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত।

খ. জাতীয় কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত উদহারণটি (সংখ্যাগুলিও অবশ্যই উদহারণ স্বরূপ) পেশ করা হলো:

(১) থানা বা উপজেলা ..... ৪৭০ x ২ = ৯৪০
(২) সাংগঠনিক জেলা ..... ১০২ x ২ = ২০৪
(৩) সাংগঠনিক জেলার মর্যাদা সম্পন্ন মহানগর .... ১২ x ২ = ২৪
(৪) পৌরসভা ..... ৮০ x ২ = ১৬০
(৫) ১০২ + ১২ = ১১৪ x ২ জন মহিলা = ১২৮
(৬) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কাউন্সিলর ১৪৫৬ এর ১০ ভাগ = ১৪৬
(৭) এছাড়া নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ।

যেহেতু উদাহরণস্বরূপ তাই সর্বমোট সংখ্যা উলেণ্ঢখ করা হলো না।

১২. জাতীয় কাউন্সিলের দায়িত্ব ও ক্ষমতা :

ক. কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রবর্তিত দলের নীতি ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও কার্যকরী করা।

খ. পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচন করা এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াবলী বিবেচনা করা।

গ. সেক্রেটারী জেনারেল-এর বার্ষিক বা সাময়িক রিপোর্ট বিবেচনা ও গ্রহণ করা।

ঘ. জাতীয় কাউন্সিলের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রস্তাবিত যে কোন গুর"ত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা।

ঙ. চেয়ারম্যান জাতীয় কাউন্সিলের মধ্য থেকে কয়েকজন সদস্য সমন্বয়ে একটি বিষয় নির্বাচনী কমিটি গঠন করবেন। সেক্রেটারী জেনারেল পদাধিকারবলে বিষয় নির্বাচনী কমিটির সদস্য-সচিব থাকবেন। বিষয় নির্বাচনী কমিটি চেয়ারম্যানের পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচন সম্পন্ন করবেন এবং কাউন্সিলে তা অনুমোদন করা হবে।

চ. জাতীয় কাউন্সিল প্রতি তিন বছরে একবার মিলিত হবে; কোনো অবস্থাতেই একটি অধিবেশন থেকে পরবর্তী অধিবেশনের সময়কাল ৩৯ মাসের বেশি হবে না। এই গঠনতন্ত্রে বর্ণিত কারণে, বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

ছ. খসড়া গঠনতন্ত্র ঘোষণার দিন থেকে ১৮ মাসের মধ্যে অবশ্যই পার্টির প্রথম জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হতে হবে।

১৩. জাতীয় কাউন্সিলের সভা আহ্বান ও সভা অনুষ্ঠান :

ক. পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল পার্টি চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করে জাতীয় কাউন্সিলের সভা আহবান করবেন।

খ. কাউন্সিলের এক-তৃতীয়াংশের সদস্য কাউন্সিল সভার কোরাম হিসেবে বিবেচিত হবে।

গ. পার্টি চেয়ারম্যানের অপসারণ বা পদত্যাগ প্রসঙ্গে, জাতীয় কাউন্সিলের সংশিণ্ঢষ্টতা অন্যত্র বর্ণিত ধারা দেখুন।

ঘ. লিখিতভাবে সাধারণ রাষ্ট্রীয় ডাক বিভাগ অথবা বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস মারফত চিঠি দিয়ে অথবা সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ৩০ দিনের নোটিশে বছরে অন্ততঃ একবার জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশন ডাকা হবে। তবে বিশেষ বা জর"রী ক্ষেত্রে ১৫ দিনের নোটিশেও জর"রী কাউন্সিল সভা করা যাবে।

ঙ. কাউন্সিলের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত দাবীতে ১৫ দিনের নোটিশে বিশেষ কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে। তবে উলেণ্ঢখ থাকে যে এ ক্ষেত্রে নোটিশের বিষয়বস্তু সুস্পষ্টভাবে উলেণ্ঢখ করতে হবে, কোনো অস্পষ্টতা থাকা চলবে না।

১৪. জাতীয় স্থায়ী কমিটি:

ক.পার্টির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক বা নীতি নির্ধারনী সংস্থা হবে স্থায়ী কমিটি। পার্টির চেয়ারম্যান, পার্টির সকল ভাইস চেয়ারম্যান, পার্টি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল পার্টির ফাইন্যান্স সেক্রেটারী (ট্রেজারার) এর সমন্বয়ে স্থায়ী কমিটি গঠিত হবে।

খ. বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি তিন মাসে একবার স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে চেয়ারম্যান নিজ বিবেচনায় দলীয় প্রয়োজনে যতবার ইচ্ছা এবং বাংলাদেশের যেখানে ইচ্ছা সেখানে এই পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন। সভা আহ্বান সেক্রেটারী জেনারেলের মাধ্যমে হবে।

গ. স্থায়ী কমিটির প্রধান দায়িত্ব কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কার্যকলাপ তদারকী করা এবং পার্টি পরিচালনার জন্য পার্টির চেয়ারম্যানকে উপদেশ, পরামর্শ দেওয়া।

ঘ. সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য স্থায়ী কমিটিতে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মতামতই গ্রহণযোগ্য হবে। স্থায়ী কমিটির মোট সদস্যগণের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ উপস্থিত থাকলেই সভা বৈধ বলে গৃহীত হবে। স্থায়ী কমিটির যে কোনো ভোটাভুটিতে চেয়ারম্যানের একটি 'কাস্টিং' ভোট থাকবে।

ঙ. বিশেষ পরিস্থিতিতে চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে বা নির্দেশে বিশেষ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশের যে কোনো জ্ঞানী নাগরিককে বা কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে কোনো সদস্যকে স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকতে দেওয়া যেতে পারবে। তবে তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন, মতামত দিতে পারবেন কিন্তু তিনি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

১৫. কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি :

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৮৩ এর কম বা বেশি হবে; নিম্নে প্রদত্ত উদহারণটিই অনুসরণ করা হবে। সাংগঠনিক জেলা এবং জেলার মর্যাদাপ্রাপ্ত কমিটির সভাপতিগণ পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য হবেন। নিশ্চিত করতে হবে যে স্বাভাবিক নিয়মে হোক বা চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীতভাবে হোক, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির শতকরা ১৫ ভাগ সদস্য মহিলা, কৃষক-শ্রমিক, মুক্তিযোদ্ধা, উপজাতি ও বিবিধ পেশাজীবী সমাজের প্রতিনিধি হতে নেয়া হবে।

পার্টি চেয়ারম্যান	১ জন
পার্টি ভাইস চেয়ারম্যান	অনধিক ১১ জন
পার্টি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা	১ জন
পার্টি সেক্রেটারী জেনারেল	১ জন
পার্টি ফাইনান্স সেক্রেটারী (ট্রেজারার)	১ জন
জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারেল	৭ জন (কেন্দ্রে ১ জন, ৬ বিভাগে ৬ জন)
বিশেষ সম্পাদক/স্পেশাল সেক্রেটারী	১ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক/অর্গানাইজিং সেক্রেটারী	৭ জন (কেন্দ্রে ১ জন, ৬ বিভাগে ৬ জন)
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পাদক/হেলথ্ এন্ড ফ্যামিলি পণ্ডানিং এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
দফতর সম্পাদক/অফিস সেক্রেটারী	১ জন
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক / পাবলিসিটি এন্ড পাবলিকেশন্স এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক/ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক/লিবারেশন ওয়ার এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
আইন বিষয়ক সম্পাদক/লিগ্যাল এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক/ওমেন এন্ড চিলড্রেন এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক/ ইয়ুথ এন্ড স্পোর্টস এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক / কালচারাল এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ক সম্পাদক / রিলিজিয়াস এন্ড মরালিটি	১ জন

এফেয়ার্স সেক্রেটারী	
ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক / স্টুডেন্ট এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
শ্রম ও কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক / লেবার এন্ড এমপণ্ঢয়মেন্ট এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
কৃষি বিষয়ক সম্পাদক / এগ্রিকালচার এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক / এডুকেশন এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক / ফরেস্ট এন্ড এনভায়রনমেন্টাল এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক সম্পাদক / ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনভেস্টমেন্ট এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক / ইনফরমেশন এন্ড রিসার্চ এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
ত্রাণ ও পূণর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক / রিলিফ এন্ড রিহেবিলিটেশন এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়ক সম্পাদক / ডেভেলাপমেন্ট ইকোনমি এফেয়ার্স সেক্রেটারী	১ জন
যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক / জয়েন্ট অফিস সেক্রেটারী	২ জন
এই পর্যন্ত মোট	৫১ জন
সাংগঠনিক জেলা ও সমমর্যাদা সম্পন্ন মহানগর কমিটির সভাপতিবৃন্দ (উদহারণস্বরূপ ১০৮ জন)	১০৮ জন
মহিলা, কৃষক-শ্রমিক, মুক্তিযোদ্ধা, বিবিধ পেশাজীবী ও উপজাতি সমাজের প্রতিনিধি কোটা পুরণের লক্ষ্যে এবং চেয়ারম্যানের সংরক্ষিত কোটায় জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যগণ হতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণ ১০৮ + ৪৭ = ১৫৫ এর শতকরা ১৫ ভাগ	২৪ জন
সর্বমোট জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা	১৮৩ জন

১৬. কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য :

ক. পার্টির বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি সমূহের কর্তব্য ও দায়িত্বের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করবেন।
খ. পার্টির কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
গ. বৈধতা প্রশ্নে কমিটি সমূহে সৃষ্ট সকল সমস্যা সমাধান করবেন, পার্টির অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং প্রয়োজনে যথাযথ সংশোধনমূলক ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
ঘ. পার্টির সকল অংগ ও সহযোগী সংগঠনের কার্যকলাপ তদারক, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করা।
ঙ. প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।
চ. প্রয়োজনবোধে যে কেনো সময় পার্টি চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে পার্টি সেক্রেটারী জেনারেল সভা আহবান করতে পারবেন।
ছ. মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতি সভার কোরাম বলে বিবেচিত হবে।
জ. নিজ দায়িত্ব পালনের সুবিধার্তে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত একাধিক কমিটি বা উপকমিটি করা যাবে। যথা- সাংগঠনিক উপকমিটি, বিধি বা উপবিধি প্রণয়ন উপকমিটি, অর্থ উপকমিটি, শৃঙ্খলা উপকমিটি, প্রচার ও জনসংযোগ উপকমিটি এবং বিশেষ দিবস উৎযাপন উপকমিটি ইত্যাদি। পার্টি চেয়ারম্যান নিজে এইসকল উপকমিটির গঠন ও কার্যপরিধি ও নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে পার্টি সেক্রেটারী জেনারেলকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ প্রদান করবেন।

১৭. কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান ও সভা অনুষ্ঠান :
ক. পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করবেন। প্রয়োজনে চেয়ারম্যান নিজ বিবেচনায়ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান করতে পারবেন।
খ. কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্য কমিটির সভার কোরাম গঠন করবে।

গ. লিখিতভাবে সাধারণ রাষ্ট্রীয় ডাক বিভাগ অথবা বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস মারফত চিঠি দিয়ে কিংবা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দ্বারা ১৫ দিনের নোটিশে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করা যাবে। জরুরী সভার জন্য ৭২ ঘণ্টার নোটিশই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।
ঘ. এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের লিখিত দাবীতে ১৫ দিনের নোটিশের মাধ্যমে সেক্রেটারী জেনারেল নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করতে বাধ্য থাকবেন। সেক্রেটারী জেনারেল এইরূপ দাবী সভা আহবান না করলে, চেয়ারম্যান উক্ত সভা আহবান করবেন।

১৮. পার্লামেন্টারী বোর্ড :
ক. রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচন কিংবা অন্য যে কোনো নির্বাচনে পার্টির প্রার্থী মনোনয়নের জন্য একটি পার্লামেন্টারী বোর্ড থাকবে।
খ. পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্যগণ হবে নিম্নরূপ:

(১) পার্টির চেয়ারম্যান, পার্টির স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ, চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা, সেক্রেটারী জেনারেল এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অন্য যে কোনো ২ জন নির্বাহী কমিটির সদস্য।
(২) যে সাংগঠনিক জেলার জন্য মনোনয়ন হবে, বা সংসদীয় আসন যে জেলায় পড়ে ঐ জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অবশ্যই বোর্ডের সদস্য হবেন।
(৩) কোনো বোর্ড সদস্য তার নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী হলে তিনি সে সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

গ. শর্ত থাকে এই যে, মোট সদস্যগণের মধ্য থেকে চেয়াম্যানসহ অর্ধেক সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকলে পার্লামেন্টারী বোর্ড নিজ কার্য পালন করতে পারবেন এবং সে কাজ বৈধ বলে বিবেচিত হবে।
ঘ. পার্টি চেয়ারম্যান পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
ঙ. প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

১৯. পার্লামেন্টারী পার্টি :
পার্টির মনোনয়নে ও প্রতীকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদগণের সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে পার্লামেন্টারী পার্টি। পার্লামেন্টারী পাটিই, ঐ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা, উপনেতা, চীফ হুইপ, হুইপ ও পার্লামেন্টারী পার্টির সেক্রেটারী নির্বাচিত করবেন। পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যবৃন্দ পদাধিকার বলে জাতীয় কাউন্সিলের সদস্য হবেন।

২০. পার্টি চেয়ারম্যান :
চেয়ারম্যান পার্টির গঠনতন্ত্র মোতাবেক পার্টির সার্বিক প্রধান হবেন। চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার জন্য পার্টির প্রাথমিক সদস্য হবার যোগ্যতাবলীর অতিরিক্ত একটি শর্ত হচ্ছে যে ৫০ বৎসরের কম বয়সের কোনো ব্যক্তি পার্টি চেয়ারম্যান হতে পারবেন না।
ক. পার্টি ঘোষণার দিন থেকেই প্রথম ৩ বছর মেয়াদের জন্য তথা প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হচ্ছেন মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক। ৩ বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নিকটতম জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালনরত থাকবেন কিন্তু অবশ্যই সর্বাধিক ৬ মাসের মধ্যে ঐ কাউন্সিল অধিবেশনের বন্দোবস্ত করতে হবে।
খ. প্রথম মেয়াদের পর জাতীয় কাউন্সিলের 'চেয়ারম্যান-নির্বাচন অধিবেশন' অনুষ্ঠিত হবে যদিও ঐ অধিবেশনে অন্যান্য এজেন্ডা মোতাবেক প্রয়োজনীয় আলোচনাও হতে পারবে। প্রথম চেয়ারম্যান ইচ্ছা করলে পুনরায় চেয়ারম্যান প্রার্থী হতে পারবেন। এইরূপ 'চেয়ারম্যান- নির্বাচনকারী অধিবেশনে' জাতীয় কাউন্সিলের মোট সদস্যবৃন্দের ৩ ভাগের দুই ভাগ উপস্থিত থাকবেন এবং উপস্থিত সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে ৩ বছরের জন্য পার্টির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন।
গ. চেয়ারম্যান পদে যে কোনো ব্যক্তি পুনরায় নির্বাচিত হতে পারবেন কিন্তু প্রথম চেয়ারম্যানসহ যে কোনো চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রেই শর্ত হল এই যে, একই ব্যক্তি মোট ৪ মেয়াদের বেশি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতে পারবেন না।
ঘ. চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ও দায়িত্ব : পার্টির প্রধান হিসেবে দলের সকল কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, তদারক ও সমন্বয় সাধন করবেন। জাতীয় কাউন্সিল, উপদেষ্ট পরিষদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, বিষয় ভিত্তিক কমিটিসমূহ এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অন্যান্য সকল কমিটির উপর কর্তৃত্ব করবেন এবং তাদের কার্যাবলীর তদারক, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় সাধন করবেন।
ঙ. চেয়ারম্যান কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সেক্রেটারী জেনারেলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবেন এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব, ক্ষমতা ও কর্তব্য নিরূপন করবেন।

চ. পার্টি চেয়ারম্যান জাতীয় কাউন্সিল, উপদেষ্টা পরিষদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাসমূহে সভাপতিত্ব করবেন।

ছ. পার্টির যে কোন স্তরের যে কোন সদস্যের বা যে কোনো পদাধিকারীর বা যে কোনো স্তরের কমিটির (স্থায়ী কমিটি বা নির্বাহী কমিটি ব্যতীত) বির"দ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলে তিনি বিষয়টি জাতীয় নির্বাহী কমিটির শৃঙ্খলা-কমিটি বা উপ কমিটির নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করতে পারবেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত চেয়ারম্যানই দিবেন।

জ. পার্টি সেক্রেটারী জেনারেলের মতামতের ভিত্তিতে যে কোনো কমিটি ভেঙ্গে দিতে পারবেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ভেঙ্গে দেয়ার তারিখ থেকে সর্বাধিক ৯০ দিনের মধ্যে নতুন কমিটি গঠনের আদেশ দিবেন ও নিশ্চিত করবেন।

ঝ. চেয়ারম্যানের অপসারণ ও পূণর্বহাল বা নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচন:

(১) জাতীয় কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি চেয়ারম্যানকে অপসারণ করতে চান, তাহলে চেয়ারম্যানকে অপসারিত করা যাবে। প্রত্যেক সদস্য আলাদা আলাদা ভাবে নিজ স্বাক্ষরে পার্টির জ্যেষ্ঠতম ভাইস চেয়ারম্যানের নিকট এই অপসারণ দাবী জমা দিতে হবে। এই লিখিত দাবীনামায় অপসারণ চাইবার কারণ উলেণ্ঢখ থাকতে হবে।

(২) অপসারণ দাবীনামা পাওয়ার পর জ্যেষ্ঠতম ভাইস চেয়ারম্যান বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে চেয়ারম্যানকে অবহিত করবেন এবং অবহিত করার অনধিক ৬০ দিনের মধ্যে জাতীয় কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করবেন। ঐ অধিবেশন আহ্বানের নোটিশে অপসারণ দাবীর এক বা প্রয়োজনে একাধিক কারণ উলেণ্ঢখ থাকতে হবে।

(৩) এমতাবস্থার সৃষ্টি হলে, চেয়ারম্যান অসম্মানজনক পরিস্থিতি এড়িয়ে পদত্যাগ করতে পারবেন। যদি পদত্যাগ করেন তাহলে তিনি পার্টির অস্থায়ী দায়িত্ব তার ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো একজন ভাইস-চেয়ারম্যানের কাছে হস্তান্তর করবেন।

(৪) যদি চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেন তাহলেও বিশেষ জাতীয় কাউন্সিলের অধিবেশন হতেই হবে। জাতীয় কাউন্সিলের ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকতেই হবে। ঐ অধিবেশনে উপস্থিত জাতীয় কাউন্সিলে সদস্যগণের মধ্য থেকে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যা হয় পদত্যাগকে অনুমোদন দিবেন অথবা চেয়ারম্যানের বির"দ্ধে আনিত অভিযোগগুলি প্রত্যাহার করত অধিবেশন চলা কালেই চেয়ারম্যানকে আহ্বান করে স্বীয় পদে বহাল করবেন।

(৫) যদি জাতীয় কাউন্সিল চেয়ারম্যানের পদত্যাগ গ্রহণ করেন বা অপসারণের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে ঐ শূন্য পদে পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যেই নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচন করা হবে। উলেণ্ঢখ্য যে, 'চেয়ারম্যান-নির্বাচনকারী জাতীয় কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশনে' মোট সংখ্যার ন্যূনতম তিন ভাগের দুই ভাগ উপস্থিত থাকতে হবে এবং উপস্থিত সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন।

২১. পার্টি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা :

ক. পার্টির চেয়ারম্যান, পার্টির যে কোনো সাধারণ সদস্যকে বা নিজ বিবেচনায় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানগণের মধ্য হতে যে কোনো একজনকে চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক উপদেষ্টা মনোনীত করতে পারবেন। অর্থাৎ, যদি কোনো একজন ভাইস চেয়ারম্যান রাজনৈতিক উপদেষ্টাও মনোনীত হন, তাহলে ঐ একজন ব্যক্তি দুইটি দায়িত্ব পালন করবেন, যথাঃ একজন ভাইস চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব এবং একমাত্র রাজনৈতিক উপদেষ্টার দায়িত্ব।

খ. রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে মনোনয়ন প্রদান ও মনোনয়ন গ্রহণ লিখিতভাবে হবে।

গ. পার্টি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক উপদেষ্টার কার্যকালের মেয়াদ মনোনয়ন গ্রহণের দিন থেকে ৩ বছর, কিন্তু এই ৩ বছর মেয়াদকালে চেয়ারম্যান অপসারিত হলে বা চেয়ারম্যান পদত্যাগ করলে ঐ রাজনৈতিক উপদেষ্টা নতুন চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনয়ন সাপেক্ষেই মাত্র দায়িত্ব পালন করবেন।

ঘ. তিনি চেয়ারম্যানের সকল কাজে উপদেশ, পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন। যে কোনো প্রয়োজনের মুহূর্তে পার্টি চেয়ারম্যানের পক্ষে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির কাজে সমন্বয় সাধন করবেন। তিনি চেয়ারম্যানকে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক পরামর্শ প্রদান করবেন।

২২. পার্টি ভাইস চেয়ারম্যান :

ক. পার্টিতে অনধিক ১১ জন ভাইস চেয়ারম্যান থাকবেন।

খ. পার্টি ঘোষণার পর প্রথম জাতীয় কাউন্সিলের অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিগণই ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। পরবর্তীতে প্রতি তিন বছর পর পর ভাইস চেয়ারম্যানগণ জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

গ. ভাইস চেয়ারম্যানগণ চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করবেন। ভাইস চেয়ারম্যানগণকে নিয়মিত দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে বা বিশেষ দায়িত্বও দেয়া যেতে পারে।

ঘ. ভাইস চেয়ারম্যানগণের তালিকা এলফাবেটিক্যাল অর্ডার বা নামের আদি অক্ষরের ক্রমানুযায়ী রক্ষিত হবে।

২৩. পার্টি সেক্রেটারী জেনারেল :

সেক্রেটারী জেনারেল হচ্ছেন পার্টি বা সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি চেয়ারম্যান, স্থায়ী কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করবেন।

ক. সেক্রেটারী জেনারেল পার্টির প্রধান নির্বাহী পদাধিকারী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন।
খ. তিনি সংগঠনের নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবেন, পার্টির সকল পর্যায়ের কমিটি এবং স্থায়ী কমিটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন এবং সকল বিভাগীয় সম্পাদকের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করবেন।
গ. চেয়ারম্যানের সকল নির্দেশ আদেশ সেক্রেটারী জেনারেলের মাধ্যমে পার্টি অবহিত হবেন।
ঘ. তিনি জাতীয় কাউন্সিলের এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবেন এবং চেয়ারম্যানের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভার তারিখ, সময়, স্থান ইত্যাদি ঠিক করবেন।
ঙ. সকল অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন সরাসরি তার তত্ত্বাবধানে থাকবে। জেলা সংগঠনের সঙ্গে তিনি সরাসরি সংযোগ রক্ষা করবেন।
চ. তিনি জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক, তিন বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হবেন। প্রাথমিক সদস্য হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অতিরিক্ত একটি যোগ্যতা হলো ৪৫ বৎসর বয়সের নীচে কোনো ব্যক্তি সেক্রেটারী জেনারেল হবেন না।
ছ. পার্টি ঘোষণার পর প্রথম জাতীয় কাউন্সিলের অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিই সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন।
জ. সেক্রেটারী জেনারেলকে অপসারণের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন লাগবে। তবে, যদি জর"রী বা গুর"তর কোনো পরিস্থিতিতে সেক্রেটারী জেনারেলকে চেয়ারম্যান কর্তৃক অপসারণ করা হয়, তাহলে ঐ অপসারণ আদেশের তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদন করতে হবে। অপসারণের ঘটনাটি অনুমোদন না হলে তাৎক্ষনিকভাবে তিনি স্বীয় পদে পূনবহাল হবেন। অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান কোন অবস্থায় কাউকে স্থায়ীভাবে সেক্রেটারী জেনারেল মনোনীত করবেন না।
ঝ. যদি সেক্রেটারী জেনারেল অপসারিত হন বা পদত্যাগ করেন তাহলে কেন্দ্রীয় জয়েন্ট সেক্রেটারী জেনারেল অস্থায়ীভাবে সেক্রেটারী জেনারেলের দায়িত্ব পালন করবেন, যতদিন পর্যন্ত একজন স্থায়ীভাবে নির্বাচিত না হন।

২৪. উপদেষ্টা পরিষদ :

ক. উপদেষ্টা পরিষদ নীতি নির্ধারণী বা কার্যকরী সংস্থা হিসেবে বিবেচিত হবে না।
খ. অনধিক ২৭ জন সদস্য সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হতে হবে।
গ. পার্টির চেয়ারম্যান উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের মনোনীত করবেন। পার্টির প্রাথমিক সদস্য হবার যোগ্যতা সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হতে পারবেন। তবে ন্যূনতম বয়স ৪৫ হবে।
ঘ. চেয়ারম্যান তার ইচ্ছানুযায়ী উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহবান করার জন্য সেক্রেটারী জেনারেলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করবেন এবং নিজে সভায় সভাপতিত্ব করবেন। মোট সদস্যদের তিন ভাগের এক ভাগ উপস্থিত থাকলেই উপদেষ্টা পরিষদের সভা বৈধ বলে বিবেচিত হবে। উপদেষ্টা পরিষদে মনোনয়ন প্রদান এবং মনোনয়ন গ্রহণ লিখিতভাবে হবে।
ঙ. বাধ্যতামূলকভাবে প্রতি ছয় মাসে একবার উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে চেয়ারম্যান নিজ বিবেচনায় দলীয় প্রয়োজনে, যতবার ইচ্ছা এবং বাংলাদেশের যেখানে ইচ্ছা সেখানে এই পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন। সভা আহ্বান সেক্রেটারী জেনারেলের মাধ্যমে হবে।
চ. চেয়ারম্যানসহ মোট সদস্য সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতি সভার কোরাম হিসেবে বিবেচিত হবে।
ছ. উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান কাজ, আলোচনা বা বিবেচনার জন্য প্রেরিত যে কোনো বিষয় আলোচনা ও বিবেচনা করত চেয়ারম্যানের নিকট সুপারিশ বা মতামত উপস্থাপন করা।

২৫. সভা আহবান :

ক. পার্টির গ্রাম থেকে সাংগঠনিক জেলা পর্যন্ত এবং মহানগর ওয়ার্ড, মহানগর থানা ও সাংগঠনিক জেলার মর্যাদাপ্রাপ্ত সকল পর্যায়ের কার্যকরী কমিটির সভা উক্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনা করে সভা আহ্বান করবেন।
খ. স্থায়ী কমিটির পরিবর্তে বা স্থায়ী কমিটি গঠন হওয়ার পূর্বে যদি আহ্বায়ক কমিটি থাকে তাহলে ঐ সকল পর্যায়ের আহ্বায়ক কমিটির সভাগুলো উক্ত কমিটির আহ্বায়ক আহবান করতে পারবেন।

গ. সকল পর্যায়ের কার্যকরী ও আহ্বায়ক কমিটির সংশিণ্টষ্ট কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি কোরাম বলে বিবেচিত হবে, যদি না এই গঠনতন্ত্রে কোনো কমিটির ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো ব্যতিক্রম উলেণ্টখ থাকে।

২৬. পার্টির তহবিল :

ক. পার্টির ফাইনান্স সেক্রেটারী (ট্রেজারার) তহবিল সংগ্রহ ও হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

খ. যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকে পার্টির হিসাব খোলা হবে।

গ. মোট দুই জনের স্বাক্ষরে তহবিল পরিচালনা করা যাবে। ফাইনান্স সেক্রেটারীর স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক। সচরাচর বা সাধারণভাবে দ্বিতীয় স্বাক্ষরকারী হবেন পার্টির চেয়ারম্যান। পার্টির চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে বা অপ্রাপ্যতায় মাত্র সেক্রেটারী জেনারেল দ্বিতীয় স্বাক্ষরকারী হবেন। তিন জনের প্রসঙ্গেই নির্দেশ ও স্বাক্ষর ব্যংকে সংরক্ষিত থাকবে।

ঘ. পার্টির হিসাব প্রতি বছর অডিট করাতে হবে এবং অর্থ বছর সমাপ্ত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে পার্টির অভ্যন্তরে অডিট রিপোর্ট প্রকাশ করতে হবে।

ঙ. সদস্যের চাঁদা ও দান সংগ্রহের মাধ্যমে দলের তহবিল সৃষ্টি করা হবে তবে প্রয়োজনে কোন শুভাকাঙ্খির পক্ষ থেকেও দান সংগ্রহ করা যাবে।

২৭. ধারা ও উপধারা অথবা বিধি ও উপবিধি :

ক. এই খসড়া গঠনতন্ত্রে যদি কোন বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট ধারা বা বক্তব্য বা বিধান উপস্থিত না থাকে, তাহলে, পার্টির স্থায়ী কমিটি সে ক্ষেত্রে সংশি- ষ্ট ধারা বা উপধারা অথবা বিধান অথবা বিধি বা উপবিধি প্রণয়ন করতে পারবেন।

খ. যে কোন জর"রী প্রয়োজনে চেয়ারম্যান সেক্রেটারী জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করে, প্রয়োজনীয় ধারা বা উপধারা অথবা বিধি ও উপবিধি প্রণয়ন করে আপদকালীন যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন বা পরিস্থিতি সামাল দিবেন এই শর্তে যে, নিকটতম স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যগরিষ্ঠতায় তা অনুমোদন করাতে হবে।

গ. এই খসড়া গঠনতন্ত্র অনুমোদিত হবার পরও যদি কোনো বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ধারা বা বক্তব্য সন্নিবেশ করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে পার্টির স্থায়ী কমিটি পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য তাৎক্ষনিকভাবে ধারা বা বক্তব্য বা বিধি বা উপবিধি সংযোজন করতে পারবেন এই শর্তে যে নিকটতম স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তা অনুমোদন করাতে হবে।

২৮. গঠনতন্ত্র অনুমোদন ও সংশোধন :

ক. এই খসড়া গঠনতন্ত্র পার্টির প্রথম জাতীয় কাউন্সিলের অধিবেশনে অনুমোদিত হবে।

খ. পরবর্তীতে, জাতীয় কাউন্সিলের যে কোনো সদস্য লিখিতভাবে গঠনতন্ত্রের সংশোধন প্রস্তাব সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট প্রেরণ করতে পারবেন। সেক্রেটারী জেনারেল প্রস্তাবটি জাতীয় কাউন্সিলের পরবর্তী নিকটতম সভায় পেশ করবেন। তবে জাতীয় কাউন্সিলের সকল সদস্যকে কাউন্সিল সভার ৭ দিন আগে প্রস্তাবের অনুলিপি বিতরণ করতে হবে। সংশোধনীটি উপস্থিত সদস্যরে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সমর্থন লাভ করতে হবে। জর"রী প্রয়োজনে যদি কোন সংশোধনীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে পার্টির উপদেষ্টা পরিষদ গঠনতন্ত্রে সে সংশোধন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারী জেনারেল সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদান করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় কাউন্সিলের পরবর্তী নিকটতম সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় উক্ত সংশোধনী গৃহীত হতে হবে।

২৯. অংগ ও সহযোগী সংগঠন :

ক. পার্টির এক বা একাধিক অংগ ও সহযোগী সংগঠন থাকতে পারবে যথা মহিলা, কৃষক, শ্রমিক, যুব, সাংস্কৃতিক, মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সেনা সদস্য ও পেশাজীবিদের জন্য অংগ ও সহযোগী সংগঠন থাকবে।

খ. এই সকল সংগঠনের নিজস্ব ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র, পতাকা ও কার্যালয় থাকবে। পার্টির সকল অংগ সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্রে পার্টির নীতি আদর্শের প্রতিফলন থাকতে হবে।

গ. সকল সংগঠনই মূল দলের শৃংখলার অধীন থাকবে।

ঘ. পার্টি চেয়ারম্যান এর অনুমোদন ছাড়া কোনো অংগ ও সহযোগী সংগঠনের কার্যক্রম চলবেনা। চেয়ারম্যান যে কোনো কমিটি বাতিল, যে কোনো কর্মকর্তার অসদাচারণের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

ঙ. প্রতিটি অংগ বা সহযোগী সংগঠনের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মধ্যেই প্রাসঙ্গিক সংগঠনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক বা বিভাগীয় সম্পাদক থাকবে এবং ঐ দায়িত্বপ্রাপ্ত বা বিভাগীয় সম্পাদকগণ পার্টির কর্মসূচী ও নীতি অংগ সংগঠনের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসার ঘটাবেন।

চ. পার্টি সকল অংগ ও সহযোগী সংগঠনের কর্মসূচী বাস্তবায়নে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবে।

৩০. ছাত্র সংগঠনঃ

ক. ছাত্রদেরকে নিয়ে পার্টির অঙ্গসংগঠন থাকতে পারবে।

খ. ঐ অংগ সংগঠনের জন্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতেই একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদক বা বিভাগীয় সম্পাদক থাকবে।

গ. ছাত্রদের নিয়ে যে সহযোগী সংগঠন থাকবে সেই সহযোগী সংগঠন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার রাজনৈতিক তৎরপরতায় অংশগ্রহণ করবেনা। কেবলমাত্র ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অভ্যন্তরীন সমস্য যথা- শিক্ষা, আবাসিক, সেশনজট এক কথায় শিক্ষা ক্ষেত্রেই সকল সমস্যা সমাধানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে অগ্রসর হবে।

প্রকাশক ঃ মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি
প্রকাশকের ঠিকানা ঃ বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি চেয়ারম্যানের কার্যালয়
বাড়ি নং-৩২৫ (নীচ তলা) লেইন নং-২২, নিউ ডিওএইচএস, মহাখালী ঢাকা-১২০৬
ফোন: নম্বর: ৮৮২৪০৬৬
ওয়েব সাইট: www.bkp-bd.org

তপশীল-১, ফরম "ক" মেশিন নং-

বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি

প্রাথমিক সদস্য পদের আবেদনপত্র

(টাইপ না করলে হাতে পুরণ করা যাবে। প্রয়োজনে অপর পৃষ্ঠায় লেখা যাবে)।

১. নাম : .....

২. জন্ম তারিখ বা আনুমানিক বয়স: .....

৩. পিতার নাম : .....

৪. মাতার নাম : .....

৫. প্রযোজ্য হলে স্বামী বা স্ত্রীর নাম : .....

৬. শিক্ষাগত যোগ্যতা (পরীক্ষা পাশের বছর সহ উলেখ করুন):
এসএসসি পাশ নয় / এসএসসি বা সমমান (.....) / এইচএসসি বা সমমান (.....) /
স্নাতক বা সমমান (.....) / মাস্টার্স বা সমমান (.....)

৭. বর্তমান পেশা : .....

৮. অতীতে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন কিনা (টিক চিহ্ন দিন) : হ্যাঁ (....) / না (....)
থাকলে কোন দল কোন পদ বা কত বছর ইত্যাদি : .....

৯. সরকারের যে কোন স্তরে কোন নির্বাচিত ব্যক্তি ছিলেন কিনা (টিক চিহ্ন দিন): হ্যাঁ (....) / না (....)
থাকলে কোন স্তরে বা কি পদে বা কোন বছরে : .....

১০. যোগাযোগের জন্য ঠিকানা বা বর্তমান ঠিকানা :
পাড়া/মহলা/গ্রাম/ওয়ার্ড : ..... ডাকঘর : .....
থানা/উপজেলা : ..... জেলা : ..... পেষ্ট কোড: .....

বা

পট নং বা হোল্ডিং নং বা বাড়ীর নং : ....., রোড নং বা সড়ক নং : ....., থানা : .....,
আবাসিক এলাকা : ....., নগর/মহানগর : ..... পোষ্ট কোড : .....ইত্যাদি।

১১. যদি আলাদা কোন স্থায়ী ঠিকানা থাকে:
পাড়া/মহলা/গ্রাম/ওয়ার্ড : ..... ডাকঘর : .....
থানা/উপজেলা : ..... জেলা : .....

বা

পট নং বা হোল্ডিং নং বা বাড়ীর নং : ....., রোড নং বা সড়ক নং : ....., থানা : .....,
আবাসিক এলাকা : ....., পোষ্ট কোড : .....।

১২. যোগাযোগের জন্য মোবাইল ফোন বা অফিসের ফোন বা বাসার ফোন নম্বর : .....
.....

১৩. অন্য কারো মাধ্যম বা সুপারিশে সদস্য হলে তার নাম (যদি প্রযোজ্য হয়) : .....

১৪. আমি সশ্রদ্ধচিত্তে ঘোষণা করছি যে :

ক. আমি বাংলাদেশের ফৌজদারী দন্ডবিধি বা দুর্নীতি সংক্রান্ত যে কোন আইনের অধীনে শাস্তি পেয়েছি / পাই নাই (বেঠিক কেটে দিন) বা আমার বিরুদ্ধে কোন প্রকারের রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ বা দুর্নীতি সম্পর্কিত অভিযোগ তদন্ত পর্যায়ে আছে বা নাই (বেঠিক কেটে দিন)।

খ. আমি বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি -এর ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসী ও অনুগত। বিষেশত দলের নিম্নলিত পাঁচটি মূলনীতির প্রতি প্রশ্নাতীতভাবে অনুগত।

১. জাতীয়তাবাদ, ২. গণতন্ত্র, ৩. অর্থনৈতিক মুক্তি, ৪. কল্যাণরাষ্ট্র, ৫. মানবতাবাদ

গ. পার্টির ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র, পার্টির শৃংখলা এবং পার্টির কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য আত্মনিয়োগ করবো।

....
স্বাক্ষর তারিখ স্থান

তপশীল-১, ফরম "খ"

বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি

সদস্য পরিচয়পত্র নং-

স্টাম্প সাইজ ছবি

১. নাম : .....

২. জন্ম তারিখ বা আনুমানিক বয়স: .....

৩. পিতার নাম : .....

৪. মাতার নাম : .....

৫. প্রযোজ্য হলে স্বামী বা স্ত্রীর নাম : .....

৬. যোগাযোগের জন্য ঠিকানা বা বর্তমান ঠিকানা :
পাড়া/মহলা/গ্রাম/ওয়ার্ড : ..... ডাকঘর : .....

থানা/উপজেলা : ..... জেলা : .....

বা

পট নং বা হোল্ডিং নং বা বাড়ীর নং : ....., রোড নং বা সড়ক নং : ....., থানা : .....,
আবাসিক এলাকা : ....., পোষ্ট কোড : .....।

.....
স্বাক্ষর ও কার্যালয়ের সীল

আমি পার্টির নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী। আমি কখনও কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেব না।